শব্দার্থ ও টীকা

10

সব্যসাচী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

10.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন আনন্দমঠ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন দেশবাসীর মনে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেন 'গোরা', 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। পরাধীন জাতির মানুষের কাছে বিপ্লবীর স্থান সবার আগে। দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অনিশ্চিত বিপর্যয়ের বুকে। দেশপ্রেমের যে আগুন বিপ্লবীদের বুকে জ্বলতে থাকে তাকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করতে চান বিদেশি শাসককে, মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে।

অন্তরায় = বাধা।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি পরাধীন ভারতের বিপ্লবী আদর্শ ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত প্রাণ এক আদর্শ বিপ্লবী। এমন অসাধারণ ও বিরল চরিত্রের বিপ্লবীকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব চরিত্র বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এ যে কতবড়ো সত্য তা ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর জীবনধারাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিরল = খুব কম পাওয়া যায়।

'সব্যসাচী' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

সব্যসাচী কথার অর্থ যার দু-হাত সমানে চলে। মহাভারতে অর্জুনের এক নাম সব্যসাচী। লেখক বলেছেন, সব্যসাচীর শুধু দু-হাত নয় এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি সমান বেগে চলে। সমস্ত রচনাংশ জুড়ে সব্যসাচীর অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য কর্মকৃতির পরিচয় নামকরণকে সার্থক করেছে।

কর্মকৃতি = কাজ।

10.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা

- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- উপলব্ধি করতে পারবেন মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে;
- বুঝতে পারবেন মানব জীবনের যথার্থ গৌরব ও সার্থকতা কী ও কোথায়;
- ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের ধরার জন্য কী ব্যবস্থা ছিল—সে কথাও আপনারা জানতে পারবেন;

10.3 মূল পাঠ

(1)

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ কর্ম্মচারী। অপূর্ব্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্ব্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাক = ধুতি পাঞ্জাবি চাদর প্রভৃতি।
মুরুব্বি = অভিভাবক।
ইঁহার প্রসাদে = এঁর দয়ায়।

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হ'তে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতো দূরে আসতে হয়েচে ; তাঁর মর্জ্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবারও সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কি না তাই ভাবছি।

সংবর্ধনা = অভ্যর্থনা।
মর্জি = ইচ্ছা।

অপূর্ব্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেচেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না! এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ, যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এত বড় গভর্ণমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

চার্জ = অভিযোগ।
পিনাল কোড = বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির আইন।
কোহিনুর = অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন বিশেষ।

(2)

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময়

পোলিটিক্যাল আসামী = রাজনৈতিক কারণে আসামী।

বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝা যায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বার্মা মুলুকে পদার্পণ করেচেন। এখন ম্যান্ডালে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করচেন, সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সেকথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রু মিত্র সকলের মনেই তাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্য্যন্ত, এজন্মে যে এর আর পরিবর্ত্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এ দেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সানটি ত মারা যাবেই হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখন শুনেচি মনে হচ্চে না!

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জ্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই এর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারচো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজ-শত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুণায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্চর জেল খেটেচেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্ব্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েচেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, না আছে কোন ঘর-দোর,—বাপরে বাপ! আমরাও তা এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

(3)

অপূর্ব্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না,—শিরার মধ্য দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

শব্দার্থ ও টীকা

রাজ[illegible]কর শাসনের প্রতিবাদকারী।
সুগুপ্ত = বিশেষ গোপনীয়।
পদ্মানদী = বাংলার বিখ্যাত এক নদী।
চট্টগ্রাম = পূর্ব বাংলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।
মুলুকে = অঞ্চলে।
মাণ্ডাল = মান্দালয় (বার্মায় অবস্থিত)।
রেঙ্গুন = ব্রহ্মদেশের (মায়ানমারের) রাজধানী।
পঞ্চভূতে লীন = মৃত্যু হওয়া।
সম্যক = ঠিকভাবে।
পুণা = মহারাষ্ট্রের একটি শহর।
সিঙ্গাপুর = মালয় উপ-দ্বীপের দক্ষিণের একটি শহর।
তাস-পাশা খেলার সামিল = অতিশয় সহজ ব্যাপার।
রিক্রিয়েশান = আনন্দ।
অ্যারেস্ট = (ইং শব্দ) গ্রেপ্তার।

শব্দার্থ ও টীকা

চোখে চোখে রাখা = তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবার হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন। তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কহিল, এর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য্য বাবা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব্ব। এঁরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এঁরই ভুল কি আমাদের ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

সর্ব্বান্তঃকরণে = সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।

অপূর্ব্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু।

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে একথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিস? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধহয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা তোমার আবার অফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ অফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চিনে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

জেটি = স্টীমার, জাহাজ নোঙর করার নির্দিষ্ট জায়গা।
দ্রুতপদে = তাড়াতাড়ি পায়ে।
উপক্রম = উদ্যত।

(4)

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব্ব। এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

মুচকিয়া হাসিলেন = মৃদু হাসলেন।
সঞ্চিত = জমা।
ইরাবতী = বর্মার একটি নদী।
ইঙ্গিত = ইশারা।
নিমিত্ত = জন্য।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেননি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেচেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই মনে করিয়া অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ- সাতজন পুলিশ-কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে পূর্ব্ব

হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্ম্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে-চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, হয়ত ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক-চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্ব্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপ্‌সা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে, এত নর-নারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয় ; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ও শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তন্ময়গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

(5)

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব ত সে কি পালায়? প্রায় শ তিনেক যাত্রী, বিশ- পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ-দেড়েক হবে, বাকি বর্মী—সে যে কার পোষাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা না জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-কয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্য্যন্ত,—সে নয়। যাবে না কি

শব্দার্থ ও টীকা

করতলগত = হাতের মুঠোয়।
প্রচ্ছন্ন = গোপন।
দীপ্তি = উজ্জ্বলতা।
খালাসীরা = জাহাজের মালপত্র ওঠানামার কাজ করে যারা।
উদ্গ্রীব = খুব আগ্রহী।
ব্যগ্রতা = ব্যস্ততা।
উৎসুক = আগ্রহী।

দুর্গম = যাওয়া যেখানে দুঃসাধ্য।

গুরুভার = কঠিন দায়িত্ব।
মুক্তি পথের অগ্রদূত = অগ্রগামী নেতা যিনি দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
উচ্ছ্বসিত = উচ্ছলিত।
অবিচ্ছিন্ন = ক্রমাগত।
গণ্ড = গাল।

দেবা না জানন্তি = দেবতাও জানেন না।
জো = উপায়।

শব্দার্থ ও টীকা

বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্ব্বর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম, আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুঁজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্ত্তব্য করতে এসেচেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েচে, হয়েচে। চল, একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হল-ঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্ম্মা-অয়েল কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানে জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।

তোরঙ্গ = বাক্স।
তদারক = পরীক্ষা।

পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট = রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

(6)

লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্ব্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা, কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন, এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহার কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না—কেবল এই জন্যেই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু সখ ষোল আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব্ব?

সংসারের মিয়াদ = বাঁচার সময়ের পরিধি।
দুরারোগ্য = সেরে ওঠা দুঃসাধ্য।

এতক্ষণে অপূর্ব্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি—অপর্য্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত কঠিন রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু-রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ-রঙের ফুল-মোজা। হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ করা পাম্প-শু, তলাটা

তৈল নিষিক্ত = তৈলাক্ত।

উত্তরীয় = চাদর।

মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে— ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ছেড়ে দিন— যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্ব কহিল, আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স-বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁক এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

জগদীশবাবু এইসময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী মহাপাত্রের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললেই দিই,—এই মাত্র। নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা ; তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল-ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্ম্মায় এসেচে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে!

বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

ধকলে = কাজের চাপ।

কালচার (culture) = সংস্কৃতি, রুচিবোধ

খানাতল্লাসী = আপত্তিকর জিনিসের অনুসন্ধান।

ফুটরুল (foot rule) = একফুট লম্বা মাপকাঠি।

সদাশয় = উদার।

অঙ্গুষ্ঠ = বুড়ো আঙুল।

বিদ্যমান = বর্তমান।

মাইরি = শপথ।

মেল-ট্রেন = ডাক বহন করে যে ট্রেন।

ওয়াচ (watch) = পাহারা।

মন্থর = ধীর।

প্রস্থান = চলে যাওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা

10.4 বিষয়ের রূপরেখা

10.4.1 অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল ..... হিমসিম খেয়ে গেল।

বক্তব্যসার:

রেঙ্গুনে চাকরি করছে বাঙালি যুবক অপূর্ব। একদিন সে দেখল সাধারণ ভদ্র বাঙালির পোশাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের এক জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারী। অপূর্বর যিনি পূর্ব পরিচিত। অপূর্ব তাঁকে নিমাইকাকা বলে সম্বোধন করে। নিমাইবাবুর সঙ্গে অপূর্বর কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। অপূর্বর বাবা ছিলেন নিমাইবাবুর বন্ধু, তিনিই নিমাইবাবুর চাকরি করে দিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবশে ছাত্রজীবনে স্বদেশি করে অপূর্ব ধরা পড়লেও নিমাইবাবু তাকে শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। নিমাইবাবু অপূর্বর বাবাকে দাদা বলতেন। তাই অপূর্বরা সবাই তাঁকে নিমাইকাকা বলে ডাকত।

নিষ্কৃতি = রেহাই

অপূর্ব রেঙ্গুনে চাকরি পাবার সংবাদ নিমাইবাবুকে জানায় এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারে নিমাইবাবু এখানে এক বিপ্লবীকে তাঁর ভাষায় 'মহাপুরুষ'কে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বিপ্লবীটির ফটোগ্রাফ, বিবরণ সবকিছু পুলিশের হস্তগত। তবু তাঁকে ধরা বড়ো শক্ত। কারণ বিপ্লবীদের জীবন, কাজকর্ম, গতিবিধি সবই রহস্যময়। তাই নিমাইবাবু বিপ্লবী সব্যসাচী সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি যে কী এবং কী নয়, তা বলা শক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ নেই, অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নেপথ্যে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাই পুলিশের ভাষায়, তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জ আছে তা পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে গভর্নমেন্ট নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

মন্তব্য:

মহাপুরুষ বলতে আমরা সেরকম ব্যক্তিকেই বুঝি যিনি অপরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দেশপ্রেমী সব্যসাচী লৌকিক অর্থে সাধু-সন্ত বা মোক্ষকামী নন।

স্বদেশী যুগ = ১৯৩০ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাই-ই হল স্বদেশি আন্দোলন। বাংলার মানুষ সোচ্চার হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বহু তরুণ এ আন্দোলনে অংশ নেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস ছিল। সেই আন্দোলনের যুগকেই স্বদেশি যুগ বলে।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.1

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

তিনিই ছিলেন ইঁহার _____। নিমাইবাবু তাঁহাকে _____ বলতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে _____ বলিয়া ডাকিত।

২. **একটি বাক্যে উত্তর করুন:**

(ক) নিমাইবাবু কে?

(খ) অপূর্বর সঙ্গে নিমাইবাবুর যখন দেখা হল, তখন তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

(গ) তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে।—কার মর্জির ওপর?

৩. **সংক্ষেপে উত্তর দিন:**

(ক) 'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই তাঁর গায়ে হাত দেয়।'—'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই' কথাটিতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) 'সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনুর'— কোহিনুর কী?

(গ) 'স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে।'—'ইঁহার প্রসাদে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.2 অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল ..... বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচী প্রতিভাবান এক বিপ্লবী। সাধারণ এক পোলিটিক্যাল আসামি তিনি নন। তিনি রাজার শত্রু, রাজবিদ্রোহী। অর্জুনের মতো তাঁর শুধু দুই হাতই সমান চলে না, দশ ইন্দ্রিয়ই সমান সজাগ। বন্দুক পিস্তলে এঁর লক্ষ্য অভ্রান্ত। পদ্মানদী তিনি সাঁতরে পার হন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের পাহাড় ডিঙিয়ে বর্মায় এসেছেন। আর খবর পাওয়া গেছে তিনি মান্দালয় থেকে রেঙ্গুনে আসবেন—জলপথে অথবা স্থলপথে। নিমাইবাবু অপূর্বকে জানালেন যে সব্যসাচী পুনায় একবার তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর-একবার তিন বছর জেল খেটেছেন।

সব্যসাচী সম্পর্কে নিমাইবাবুর তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন শিক্ষিত এবং সর্ববিদ্যা- বিশারদ। তিনি দশ-বারোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশে তিনি থেকেছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। জার্মানি থেকে ডাক্তারি, ফ্রান্স থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিলেত থেকে আইন এবং আমেরিকা থেকেও অন্য কোনো ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। এগুলো সবই ছিল তাঁর কাছে তাস-পাশা খেলার মতো সহজ ব্যাপার।

সাধারণত বাঙালিদের অলস, ভীরু প্রকৃতির বলে একটা বদনাম আছে। নিমাইবাবুর মতে সেই অর্থে সব্যসাচী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী চরিত্র।

মন্তব্য:

গৃহমুখী এবং কর্মবিমুখ বলে বাঙালি চরিত্রের যে অপবাদ রয়েছে তা হয়তো দূর হতে পারে সব্যসাচী চরিত্রের ভূমিকায়। নিমাইবাবু পেশায় স্বদেশিদের শত্রু হলেও তাঁর অন্তরে ছিল তাঁদের প্রতি গোপন সমর্থন ও শ্রদ্ধা। অপূর্ব স্বয়ং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাঁরই অনুগ্রহে সে মুক্তি পায়। সব্যসাচীর গুণপনার তিনি সঠিক মূল্যায়ন করেন ব্যাজস্তুতির ভঙ্গিতে। সব্যসাচীর অগাধ পাণ্ডিত্য, বহু ভাষায় পারদর্শিতা, দুর্গম পথে অভিযানের সফলতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করার কাহিনি তিনি যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় তিনি সব্যসাচীর মতো বীর যোদ্ধার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল।

ব্যাজস্তুতি = ব্যঙ্গের আড়ালে গভীর অর্থ।
পর্যুদস্ত = পরাস্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.2

১. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

সব্যসাচী আইন পাশ করেছে—জার্মানিতে / ফ্রান্সে / বিলেতে।

২. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(খ) সব্যসাচী সিঙ্গাপুরে কত বছর জেল খেটেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) কোন্ নদী সব্যসাচী সাঁতার কেটে পার হন?

(ঘ) 'বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে'—কার প্রতিভা প্রশংসাযোগ্য মনে করা হচ্ছে?

৩. **উত্তর সংক্ষেপে দিন:**

(ক) 'কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না'—ছেলেটি সম্পর্কে বক্তা এরকম মন্তব্য করেছেন কেন?

(খ) 'এ সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না।'—বক্তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন কেন?

(গ) 'এ সব বোধ করি এঁর তাস-পাশা খেলার সামিল'—তাস-পাশা খেলার সামিল বলা হল কেন?

10.4.3 অপূর্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না ..... তবুও তো একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচীকে অ্যারেস্ট করা নিমাইবাবুর উদ্দেশ্য কি না অপূর্ব জানতে চায়। নিমাইবাবু বলেন, 'আগে তো সন্ধান পাওয়া যাক। সরকারের কাছে ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি।'

সব্যসাচীর বয়স তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে হবে। দেখতে সে একেবারেই সাধারণ মানুষ। চেহারায় কোনো ভয়ংকরত্ব নেই। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসার পিছনে ধরা পড়ার আশঙ্কা কারণ হিসাবে থাকতে পারে অথবা পথটা চিনে রাখার মতলবও থাকতে পারে। এসব মানুষরা সোজা হিসেবের পথের পথিক নয়। এমনও হতে পারে তাকে ধরা গেল না—ব্যর্থ হল সব ছোটাছুটি। নিমাইবাবুর এসব কথা শুনে অপূর্ব জানায়—'ভগবান করুন, যেন তাই হয়।' নিমাইবাবু হেসে স্নেহের সুরে মৃদু ধমক দিয়ে অপূর্বকে বললেন, পুলিশের কাছে এমন কথা বলতে নেই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে অপূর্বকে তিনি এবার নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখে অপূর্ব চলে যেতে চাইল না।

মন্তব্য:

সমাজে দু রকমের মানুষ আছে। একদল অতি সাধারণভাবেই জীবনযাপন করে সন্তুষ্ট থাকে। তারা নিজেদের ছোটো সংসারেই থাকে আবদ্ধ। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই তাদের লক্ষ্য। এ ধরনের বিষয়ী মানুষেরা জীবনকে সহজভাবে সোজাপথে দেখতেই অভ্যস্ত। সংসার জীবনে যোগ-বিয়োগের হিসেব কষে লাভের দিকেই এদের সমস্ত ঝোঁক।

আর দ্বিতীয় দলের মানুষ হচ্ছেন সব্যসাচী জাতীয় অসাধারণ মানুষেরা। তাঁরা সর্বত্যাগী ঋষির মতো। ব্যক্তিস্বার্থ, সংকীর্ণ গৃহকোণ—এঁদের কাছে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। দেশের জন্য, দশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এমনকি জীবন বিসর্জন দিয়েও এঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মাপকাঠি দিয়ে এঁদের মূল্যায়ন করা যায় না কখনও। এঁদের জীবনে চলার পথ কণ্টকময়, আত্মত্যাগই এঁদের জীবনের চরম ব্রত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 10.3

১. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) 'না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়'—কোন্ বিষয়টিকে সহজ বস্তু নয় বলা হয়েছে?

(খ) এই ত সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা—কোন্ গভর্নমেন্ট?

(গ) সব্যসাচীর বয়স কত?

(ঘ) ভগবানের কাছে অপূর্বর প্রার্থনাটা কী?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

(ক) 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।'—চেনা ও ধরা শক্ত কেন?

(খ) 'সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এঁদের হিসেব মেলে না।'—'সহজ মানুষের সোজা হিসেব' বাক্যাংশটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) 'শিরার মধ্য দিয়া তাঁহার যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।'—'আগুন ছুটিতে লাগল' বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.4 ইচ্ছা না থাকিলেও ..... যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

বক্তব্যসার:

জাহাজ এসে জেটিতে লাগতেই সুরু হয়ে গেল চারপাশের কোলাহল। যাত্রীদের কলরবে, খালাসিদের ব্যস্ততায় তখন মুখরিত জাহাজঘাট। বিদ্রোহী শিকারের আনন্দ আর উত্তেজনা পুলিশবাহিনীর চোখেমুখে। খালাসিরা জেটির ওপর দড়ি ছুঁড়ে ফেলছে। জেটির গায়ে জাহাজ লাগলে নিমাইবাবু দলবল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দু ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা একে একে নেমে আসছে। অপূর্ব কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাথর হয়ে। পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহীকে সে মনে মনে শত কোটি প্রণাম জানায়। অচেনা অজানা বিপ্লবী মানুষটি এবার শৃঙ্খলিত হবেন, সকলের সামনে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে—এ কথা ভেবে অপূর্ব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। চোখ থেকে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে। গাল দুটো তার ভিজে যায়। এমন সময় নিমাইবাবু জানালেন তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ধরা গেল না সব্যসাচীকে। সে পালিয়েছে।

মন্তব্য:

স্বদেশিযুগে এক অর্থে প্রায় সমস্ত বাঙালি যুবকই ছিল বিপ্লবী—কেউ ছিল সক্রিয় কর্মী, অন্যেরা জানিয়েছে নৈতিক সমর্থন। অপূর্বও ছিল এদের দলে। ছাত্রজীবনে স্বদেশি দলে যোগ দিয়েও শাস্তির হাত থেকে সে বেঁচে গেছে নিমাইবাবুর কৃপায়। তাই নিমাইবাবুর মুখে সব্যসাচীর দেশপ্রেম, ও অন্যান্য গুণের কথা শুনে তার মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়। অপূর্ব তখন ভাবে জনসমক্ষে ধরা পড়ার পর কীভাবে তিনি অপমানিত হবেন, মানুষ বুঝতে পারবে না তাদেরই জন্য তাঁর এই নির্যাতন, তখন তার চোখ দুটি হয়ে উঠল—অশ্রুভারাক্রান্ত। লেখক শরৎচন্দ্র অপূর্বকে নরম- কোমল মনের মানুষ করেই এঁকেছেন। স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশবৎসলতা, সহানুভূতি-মমত্ব-সহমর্মিতা তার চরিত্রের অন্যতম গুণাবলি। সে ভাবপ্রবণ আবেগপ্রবণ ঠিকই, তবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, মুক্তিপথের বীর

শব্দার্থ ও টীকা

যোদ্ধার জন্য তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন একান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.4

১. একটি বাক্যে উত্তর দিন:

(ক) 'ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়'—কাদের কথা বলা হয়েছে?

(খ) 'রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।'—তারা কী দেখছিল?

(গ) যা ভয় করেছিলাম তাই!—বক্তা কী ভয় করেছিলেন?

(ঘ) কোন্ নদীর জেটিতে স্টিমার এসে ভিড়ল?

২. অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন:

(ক) 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(খ) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(গ) জাহাজ ঘাটের দৃশ্য দেখে অপূর্বর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল কেন?

10.4.5 কী করে পালালো? ..... হাজির করা হইল।

বক্তব্যসার:

যার উদ্দেশ্যে নিমাইবাবুর এই অভিযান—যে জন্য রেঙ্গুনে তাঁকে ছুটে আসতে হল —তা তো সফল হল না। সে কী করে পালাল নিমাইবাবু জানেন না। তবে সন্দেহভাজন কয়েকজন বাঙালি যাত্রীকে 'সব্যসাচী' সন্দেহ করে জগদীশবাবু থানায় ধরে নিয়ে গেছেন। তারা সবাই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনিতে কাজ করত। সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা কাজের সন্ধানে চলে এসেছে রেঙ্গুনে। এদের মধ্যে একজনের চেহারার সঙ্গে সব্যসাচীর চেহারার খানিকটা মিলও রয়েছে।

থানায় ওদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হবে না এ কথা জেনে অপূর্ব নিমাইবাবুর সঙ্গে থানার পথে পা বাড়াল। থানায় গিয়েই দেখল সন্দেহভাজন জনা দুয়েক লোক তাদের টিনের বাক্স আর ছোটো বড়ো পুঁটলি নিয়ে বসে আছে। জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাদের জিনিসপত্র তল্লাশি করে ফেলেছেন। কেবল একজনকেই রাখা হয়েছে আলাদা একটি ঘরে। নাম যার সব্যসাচী মল্লিক। এবার অন্যদের নাম ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেওয়া হল আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সব্যসাচী মল্লিককে হাজির করা হল নিমাইবাবুর কাছে।

মন্তব্য:

সব্যসাচী কাহিনিটি ছোটো গল্প নয়, 'পথের দাবী' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। কিন্তু উদ্ধৃত এই অংশটি রচনানৈপুণ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হয়ে উঠেছে।

কাহিনিটির চমৎকারিত্ব দেশপ্রেমিক সব্যসাচীর চরিত্র বর্ণনায়। আর সে বর্ণনা এসেছে নিমাইবাবু ও অপূর্বর কথাবার্তার মাধ্যমে। নিমাইবাবু পুলিশের জবরদস্ত এক অফিসার। তিনি রেঙ্গুনে এসেছেন পিনাল কোডের

শব্দার্থ ও টীকা

কোহিনুর অর্থাৎ অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিমাইবাবুর বক্তব্যে রয়েছে সব্যসাচীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা— কখনও তা প্রকাশ পেয়েছে সরাসরি, আবার কখনও বা ভিন্ন কৌশলে নিন্দার ছলে তিনি আগাগোড়া সব্যসাচীর প্রশংসাই করে গেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.5

১. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক কতজন ছিল?

(খ) 'লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে'—কোন্ লোকগুলো?

(গ) থানায় যাদের নিয়ে আসা হয়েছে তারা রেঙ্গুনে এসেছে কেন?

২. উত্তর লিখুন:

(ক) 'দেবা ন জানন্তি'—বাক্যাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(খ) জগদীশবাবু কয়েকজন যাত্রীকে থানায় নিয়ে এসেছিলেন কেন?

10.4.6 লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল ..... সোজা প্রস্থান করিল।

বক্তব্যসার:

গিরিশ মহাপাত্র থানায় প্রবেশ করল কাশতে কাশতে। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়। যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। হাঁপাচ্ছিল সে। মনে হল কঠিন কোনো রোগে আক্রান্ত,ক্রমশ তার জীবনের মেয়াদ বুঝি শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বড়োই আশ্চর্যের। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো বড়ো বড়ো, পেছনে আর কানের পাশে চুল নেই বললেই চলে। মাথায় চেরা সিঁথি, জবজবে তেল। লেবুর তেলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের পাঞ্জাবি। বুক পকেটে বাঘ আঁকা রুমাল, পরনে বিলিতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে বার্ণিশ করা পাম্পশু, হাতে হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের একটা ছড়ি।

তার বিছানা বাক্স তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু ট্যাঁক থেকে বেরুলো এক টাকা ছ- গণ্ডা পয়সা আর পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা লোহার কম্পাস, ফুট রুল, বিড়ি, দেশলাই আর একটি গাঁজার কলকে।

নিমাইবাবুর প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—গাঁজা সে খায় না—পথে কলকেটা পেয়েছে—তাই রেখে দিয়েছে যদি কারও কাজে লাগে।

কিন্তু হাতে গাঁজা তৈরির চিহ্ন দেখে নিমাইবাবু তাকে তিরস্কার করেন।

তবু গিরীশ মহাপাত্র বলল—কেউ খেতে চাইলে সে সেজে দেয় বলেই আঙুলে তার দাগ হয়েছে।

নিমাইবাবু এবার জগদীশবাবুর অনুমতি নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু আরও কিছুদিন শহরটাকে নজর রাখা দরকার বলে জানালেন তিনি। এবার অপূর্ব বেরিয়ে যাবার জন্য উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গিরীশ মহাপাত্রও তার ভাঙা টিনের বাক্স ও চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানা বগলে চেপে ধীর লয়ে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল থানা থেকে।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

সব্যসাচীই এ কাহিনির নায়ক। তাঁকে দেখতে না পেলেও নিমাইবাবুর বর্ণনায় তিনি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মত্যাগের কথা, উপস্থিত বুদ্ধির কথা, সাহসিকতার কথা, দেশ- বিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা ডিগ্রি লাভের কথা আমাদের চমকে দেয়।

কাহিনির শেষ অংশে গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশে আমরা সব্যসাচীকে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর শৌখিন বেশ, মাথায় নেবুর তেলের গন্ধ, পকেটে গাঁজার কলকে নিয়ে মিথ্যাভাষণ হাস্যরসের এক অনবদ্য উদাহরণ।

এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল সব্যসাচীর উপস্থিতিই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে-ই এ কাহিনির প্রাণপুরুষ। সুতরাং কাহিনিটির নামকরণও যথাযথ ও সার্থক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.6

১. **পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে ভুল সংশোধন করুন:**

লোকটি হাসিতে হাসিতে আসিল। বয়স কুড়ি-বাইশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি সবল।

২. **ঠিক চিহ্নে টিক (✓) চিহ্ন দিন:**

(ক) বুক পকেটের রুমালে কোন্ জন্তুর চিহ্ন আঁকা ছিল? (বাঘের / শিয়ালের / হাতির)

(খ) জুতো টিকসই করতে আগাগোড়া নাল বাঁধানো (স্টিলের / লোহার / কাঠের)

৩. **পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

(ক) পায়ে _____ রঙের মোজা।

(খ) বুড়োমানুষের _____ শুনো।

৪. **সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:**

(ক) গিরীশ মহাপাত্র নামে লোকটিকে সব্যসাচী বলে সন্দেহ করল কেন?

(খ) 'কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করার দরকার নেই বড়বাবু'—তাকে কেন জানোয়ার বলা হয়েছে?

(গ) 'আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।'—কালচার বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.5 আপনি যা শিখলেন

1. জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা। কিন্তু সে পথে অনেক বাধা।

2. কূপমণ্ডুক ও ভীরু না হয়ে ঘরের সংকীর্ণ সীমার বাইরে যে বৃহত্তর কর্মময় জগৎ আছে সেখানে নিজেকে যুক্ত করতে হবে।

3. আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে দেশ ও দশের জন্য বিপদসঙ্কুল পথের পথিক হয়ে, আত্মবলিদানে প্রস্তুত

শব্দার্থ ও টীকা

থাকতে হবে।

4. প্রকৃত দেশপ্রেমিককে নানা বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে, নানা অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

10.6 : পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন ঃ

1. লেখককে অনুসরণ করে সব্যসাচী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।
2. এ কাহিনিতে সব্যসাচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর নামেই কাহিনিটির নামকরণ করা হল কেন?
3. গিরীশ মহাপাত্রের চেহারা ও পরিচ্ছদের বর্ণনা দিন।
4. পিনাল কোড কী? সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনূর কেন বলা হয়েছে?
5. পুলিশ অফিসার নিমাইবাবুর চরিত্র আলোচনা করুন।
6. 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত'—সব্যসাচীকে চেনা ও ধরা শক্ত কেন বুঝিয়ে দিন।
7. ব্যক্তিটির সব্যসাচী নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

10.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

10.1

১. মুরুব্বি, দাদা, নিমাই কাকা

২. ক। বড়ো পুলিশ কর্মচারী

খ। জাহাজ ঘাটে

গ। সব্যসাচী মল্লিকের

৩. ক। পুলিশের সমস্ত শক্তির অসাধ্য

খ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

গ। কৃপায়

10.2

১. বিলেতে

২. ক। রাজার শত্রু

খ। তিন

শব্দার্থ ও টীকা

গ। পদ্মা

ঘ। ছেলেটির নামকরণ যিনি করেছেন

৩. ক। বাঙালির ব্যতিক্রমী চরিত্র

খ। চাকরির নিরাপত্তা

গ। অবসর বিনোদনের মতো সহজ সরল

10.3

১. ক। গ্রেপ্তার করা

খ। ব্রিটিশ

গ। ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে

ঘ। ব্যর্থ ছোটাছুটি

২. ক। সাদামাঠা চেহারা, বহু ভাষাবিদ, ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ

খ। দেশের কথা ভুলে আত্মসর্বস্বতার জীবনে বিভোর

গ। উত্তেজনার আগুন

10.4

১. ক। পুলিশ কর্মচারী

খ। দড়ি ছোঁড়া

গ। ছোটাছুটি বৃথা

ঘ। ইরাবতী

২. ক। ইংরেজ শাসনের পতনের পথ প্রদর্শক

খ। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

গ। সব্যসাচীর কথা ভেবে

10.5

১. ক। প্রায় শ তিনেক

খ। থানায় টেনে আনা সন্দেহভাজন লোকগুলো

গ। অসুস্থতা, চাকরির সন্ধান

২. ক। পালানোর কারণ দেবতারও অজানা

শব্দার্থ ও টীকা

খ। জেরা করবার জন্য

10.6

১. হাসিতে হাসিতে নয়, কাশিতে কাশিতে

কুড়ি-বাইশের নয়, তিরিশ-বত্রিশের

সবল নয়, দুর্বল

২. ক। বাঘের

খ। লোহার

৩. ক। সবুজ

খ। কথাটা

৪. ক। বাঙালি, চেহারার মিল, চোখের দৃষ্টি

খ। বৈচিত্র্যপূর্ণ চেহারা, বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্য

গ। শিক্ষাদীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভব্যতা-সভ্যতা

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা হলেন ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি / দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমর আসনেই আসীন শুধু নন, অন্য ভারতীয় ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও পাঠকদের চিত্ত সমভাবেই জয় করেছে। তাঁর 'পথের দাবী' ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের বাণী প্রচারের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল। অত্যন্ত জনপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থ তিনি লিখে গেছেন, যেমন—শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দত্তা, শেষ প্রশ্ন, নববিধান, পল্লীসমাজ, দেনা পাওনা প্রভৃতি।

তাঁর কালজয়ী গল্পগুলির মধ্যে রামের সুমতি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি প্রভৃতি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সমাজ-সচেতনতার দিশারী। 'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি। ছোটোদের জন্যও বিশেষ রচনা তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

সমধর্মী রচনা

(১) '**চার অধ্যায়**'—লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) '**জাগরী**'—লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী।

(৩) '**ভুলি নাই**'—লেখক মনোজ বসু।

(৪) '**বদনাম**'—গল্প, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।